IMA Research Foundation

কে নিবে আমার মতো অসহায় আক্কাস আলীর পরিবারের ভার?

আমি মোৎ আক্কাস আলী পিতা, রইচ উদ্দিন, গ্রাম - পাকুড়িয়া, থানা- গাংনী, জেলা- মেহের পুর। পাসপোট নং-A-0595979। আমি গ্রামের সহজ সরল সাধারণ মানুষ। আমি সব সময় চিন্তা করতাম কি ভাবে তিন বেলা দু মুঠো ভাত খেয়ে সাধারণ ভাবে জীবন কাটানো যায়। বাবা দাদার যতটুকু সম্পতি আছে তাতে ফসল ফলিয়ে আমার তিন সন্তান সহ পাঁচ জনের সংসার চলত ভাল ভাবে। আমি সব সময় ভাবতাম নিজে পড়ালেখা করতে পারিনি তাই যত কষ্টই হোক তিন সন্তানকে পড়ালেখা শিখিয়ে মানুষের মত মানুষ করবো। আর এটাই আমার জীবনের বড় অভিষাপ হয়ে দেখা দিল।

একদিন গ্রামের বাজার থেকে আসতে আসতে ছেলেদের পড়ালেখার বিষয়ে কথা বলছিলাম। সে আমার সঙ্গে ছিল গ্রাম্য দালাল কুদ্দুস। সে আমার কথা শুনে বলে তুই যে ভাবে চিন্তা করছিস তাহলে তো তার জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন। এতো টাকা তুই পাবি কোথায়। তোর যখন এতো সখ ছেলেদের শিক্ষিত করবি তখন তোকে একটাা বুদ্ধি দিই এই বলে আমাকে বলে আমার কাছে কিছু মালয়েশিয়ার ভিসা আছে যদি রাজি থাকিস তাহলে পাঠায়ে দিই। আমি তখন বলি আমি মূর্খ মানুষ বিদেশে গিয়ে কি করবো।তখন দালাল বলে বিদেশে শিক্ষার দরকার হয়না শক্তি থাকলেই চলে। তার পরেও আমি রাজি হয় না। কিন্তু সে নাছোড় বান্দার মতো যেখানে দেখা হয় সেখানেই বুঝাতে থাকে। এক পর্যায়ে আমার বাড়িতে এসে আমার স্ত্রীকে বুঝাতে থাকে, বিদেশে গেলে মাসে ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা পাবে প্রতি মাস সে টাকায় ছেলেদের ভাল করে পড়াতে পারবে ইত্যাদি। এসব টাকার প্রলোভন ও সন্তানদের লেখা পড়ার ভবিষ্যত চিন্তা করে এক সময় আমি রাজি হয়ে যাই।

দালালের সাথে চুক্তি হয় ২ লক্ষ টাকায় মালয়েশিয়া যাওয়ার। তার পর টাক জোগাড়ের জন্য বাড়ির গরু ছাগল বউয়ের গহনা জমি বন্ধক দিয়ে আমার টাকার পরিমান দাড়ায় ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। বাঁকী ১ লক্ষ টাকা নিই সুদের উপর যা ১ বছর পর ২ লক্ষ টাকার চুক্তিতে। এভাবে টাকা নিয়ে একবারে দালালের হাতে তুলে দিই ২ লক্ষ টাকা। এর কিছু দিন পরে ঢাকায় নিয়ে এসে মেডিক্যাল করায়। তার কিছু দিন পর করায় ফিঙ্গারিং । ফিঙ্গারিং করানোর দুই মাস পওে ২৭/০৭/০৭ ইং তারিখে হিউম্যান রিসোর্স রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে মালয়েশিয়া যাওয়ার জন্য বিমানে উঠি। বিমানে উঠার পর কত স্বপ্ন কত কল্পনা ছিল মনে। অনেক টাকা রোজগার করবো বাড়িতে পাঠাবো সংসাওে সুখ আসবে ছেলেরা নতুন জামা কাপড় পরে স্কুলে যাবে ভাল ভাবে পড়া লেখা করবে মানুষের মত মানুষ হবে আরো কত কি?

মলয়েশিয়া K L I বিমান বন্দরে পৌছার পর বাংলা এজেন্টরা আমাকে নিয়ে যায় গহিন বনের মধ্যে তাদের ভাড়া করা কাঠের গুদামে সেখানে দুই দিন অনাহারে থাকার পর এজেন্সির দালালরা কাজ দেওয়ার জন্য নিয়ে আসে পাগুয়া সেস নামক জায়গায় L Sফ্যাক্টারিতে । এই ফ্যাক্টারিতে থাকি ২৭ দিন এর মধ্যে কাজ করার সৌভাগ্য হয় ১৩ দিন। ২৭দিনের দিন আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় মেডিক্যাল করানোর জন্য মেডিক্যাল করানোর পর কাজ করতে গেলে মালিক বলে তুই মেডিক্যালে আনফিট তোর কোন কাজ নেই। তোর বাংলা দালালের সাথে যোগাযোগ করে দেশে চলে যা। আমি তখন ফোন করি দালালকে দালাল তখন আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করতে শুরু করে এক পর্যায়ে গায়ে হাত পর্যন্ত তুলে। কাজ বন্ধ হওয়ার পর থেকে আমার খাওয়া বন্ধ করে দেয় কম্পানি। তখন থেকে শুরু হয় আবারো অনাহারে থাকার পালা।

একাটানা অনাহারে অর্ধাহারে ১ মাস ৩ দিন থাকার পর কাজ দেওয়ার নাম করে তাদের অফিসে নিয়ে আসার পর কাজ না দিয়ে পাঠিয়ে দেয় জয়া পাটালী শীমানজা নামক জায়গায় তাদের গুদামে। সেখানে ১ মাস বন্দি অবস্থায় থাকি। ১ টি মাঝারি আকারের ঘরে ১০০/১৫০ জন থাকতে হতো ঘুমনোর মতো কোন অবস্থা ছিল না পালা করে ঘুমাতে হতো।

হটাৎ একদিন রাতে বাংলা এজেন্ট এসে বলে তোদের কাজ ঠিক হয়েছে, চল কাজে যেতে হবে তখন আমি বলি চপ (ভিসা সিল) লাগিয়ে দিলে কাজে যাবো আর তা না হলে দেশে পাঠিয়ে দে এভাবে ক্ষুধার যন্ত্রনায় আর থাকতে পারবো না। তখন বাংলা এজেন্ট বলে চপ (ভিসা সিল) লাগার ব্যবস্থা হয়েছে চল কাজে, চল-এই বলে একটা ফার্নিচার ফ্যাক্টারিতে কাজে লাগায় আর একটা চপ লাগানো পাসপোর্টের ফটোকপি হাতে দেয়। এখানে তিন দিন কাজ করার পর মালিক আমার পাসপোর্ট নিয়ে আমার নাম জিজ্ঞাসা করলে আমি, আমার নাম আক্কাস আলী বলি; মালিক তখন বলে তোর পাসপোর্টে লিখা আছে আনিসুর এটা কার কার পাসপোর্ট বল?

পাসপোর্ট ঠিক করে নিয়ে আয় তাছাড়া এখানে তোর কাজ নেই। এভাবে আমি মূর্খ বলে; বাংলা এজেন্টরা আমার সাথে এতো বড় নিষ্ঠুর ছলনার আশ্রয় নেয়। এর আগের অফিসে বাংলা এজেন্টের অফিসে আসি, এসে বলি তোরা কাজ দিতে পারবিনা আমাকে আমার পাসপোর্ট দিয়ে দে আর দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা কর। বাংলাএজেন্টরা তখন বলে বাড়ি থেকে ৫০ হাজার টাকা আনার ব্যবস্থা কর তাহলে তোর দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে পারি। এর পর বাড়িতে সব খুলে বলি বলার পর বাড়িতে বসত ভিটা বাদে যতটুকু জমি ছিল তা বিক্রি করে আবারো ৫০ হাজার টাকা আমার পরিবার তুলে দেয় এজেন্সি মালিকের হাতে। টাকা হাতে নেওয়ারর প্রায় ১৫ দিন পর আমাকে দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করে। গত ১/১২/০৭ ইং তারিখে দেশে ফিরি । দেশে ফিরার পর দালালের কাছে টাকা ফেরত চাইলে বলে; তোকে তো মালয়েশিয়া পঠানোর কথা পাঠিয়েছি। তখন আমি বলি মালয়েশিয়াতে ভাল বেতনে ভাল কাজ দেওয়ার কথা ছিল; ভাল কাজ তো দেওয়া দূরের কথা একটা স্থায়ী জায়গা করে দিতে পারিস নি। দুই নম্বরি করে ভূয়া চপ (ভিসা সিল) লাগিয়ে দিয়েছিস। এসব কথা শুনার পর সে আমাকে ধমক দিয়ে বলে বেশি কিছু করতে গেলে ভালো হবে না।

দুনিয়াতে যদি থাকতে চাস তাহলে চুপ করে বসে থাক আর মানুষের বাড়িতে কামলা খেটে খা। সকল ভয় ভিতি উপেক্ষা করে ঢাকাস্থ সেচ্ছা সেবী সংগঠন ইমা রিসার্চ ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় টাকা ফেরত আশায় অভিযোগ দায়ের করি BMET তে। এখন এ অবস্থায় মানুষের বাড়িতে কামলা খেটে ৫ জনের সংসার চালাতে পারছিনা। কে নিবে আমার মতো অসহায় আক্কাস আলীর পরিবারের ভার? কে নিবে আমার সন্তানদের পড়ালেখার ভার? কে দিবে আমার; আমার পরিবারের; আমার সন্তানদের স্বপ্ন ভঙ্গের দায়? এ প্রশ্ন আমার-দেশ বাসির কাছে রইল... !!!

আক্কাসের সাথে যোগাযোগ
রাদিয়ান রাহেব
প্রোগাম কো-অর্ডিনেটর, ইমা রিসার্চ ফাউন্ডেশন
মোবাইল : +৮৮-০১৯১১.৫৫৫.৯৯২